শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (৭)

শ্রীশ্রীদুর্গা

বেনারস

২৪/৩/৪৪

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কার্ডখানা কাল পাইয়াছি। বহুদিন হইতেই আপনাকে দীর্ঘ পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু অবসর করিতে পারি নাই বলিয়া লেখা হয় নাই। বহু কথা বলিবার আছে — ক্রমশঃ সব বলিতে চেষ্টা করিব।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহার আদেশানুসারে সব লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। আমারই উপরে ভার পড়িয়াছে — তাই আমি নিয়মিতভাবে লিখিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন লেখেন। দক্ষিণা দাদা ও আসানসোলের জীবেন দাদাও লিখিতেছেন। প্রিয় দাদার জামাতা মণিমোহনও লিখিতেছেন — তিনি কয়েকদিন হইল চলিয়া যাওয়াতে প্রিয়দাদাও লিখিতেছেন। যাহা নাকি তাঁহারা না লিখিলেও আমাকে লিখিতে হইবে।

'মহাকুণ্ডল তত্ত্ব' এবং 'প্রকৃতি রহস্য' এই উভয়বিধ লইয়া আলোচনা চলিতেছে। ৮ই ফেব্রুয়ারী মহাকুণ্ডলের মূল সূত্র লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর প্রায় ১৭ দিন পর্য্যন্ত উহার বিশ্লেষণ হইয়াছে। তাহার পর কুণ্ডল বিজ্ঞান বা প্রকৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এতদিন উহাই চলিতেছিল। ২০শে মার্চ হইতে উহা বন্ধ আছে। আগামী মহাষ্টমীর পরে মহাকুণ্ডল বিজ্ঞান ও প্রকৃতি রহস্য উভয়েই পুনর্বার আলোচিত হইবে। বহু পূর্বে ১০৮ টি যোগক্রিয়া ও তদনুরূপ আসনের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সম্বন্ধে আপনি কিছু কিছু শুনিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম ২১ দিনে যে আসন গুলির স্বরূপ দর্শন করানো হইয়াছিল, এই মহাষ্টমী পর্য্যন্ত সেই গুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করানো হইবে। এই ১০৮ টি যোগক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ১০০ টি কর্ম্মস্তরের অন্তর্গত। তন্মধ্যে ১০০ সংখ্যা অথবা অন্তিম ক্রিয়াটি সমষ্টির দ্যোতক। তাহার পরবর্তী ৮টি কর্মের পরবর্তী অবস্থার দ্যোতক। তন্মধ্যে ১০১ বোধ, ১০২ জ্ঞান, ১০৩ ভাব, ১০৪ গুণ, ১০৫ মহাভাব, ১০৬ মহাজ্ঞান, ১০৭ মহাগুণ সূচনা করে। ১০৮ টি স্বতন্ত্র — উহা পুরুষোত্তম ভাবের নির্দেশক। উহাই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা স্বরূপ। গুরুদেব দেহে অবস্থান কালে ১০৭ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেহত্যাগে অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ১০৮-এ প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১০৭ বা মহাগুণ পরম সাম্যাবস্থা বা অষ্মায় বলিয়া বর্ণিত হয়। মহাযোগী ভিন্ন কেহই ১০৭কে অতিক্রম করিয়া অক্ষত স্বরূপে অবস্থিতি এবং পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে উপলব্ধি করিতে পারেন না।

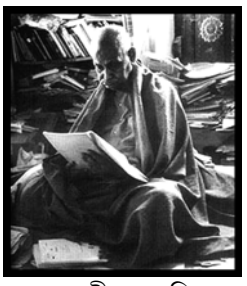

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

মহাকুণ্ডল সকলের জন্য নহে। যিনি ১০৭ ভেদ করিয়া ১০৮এ পূর্ণত্বলাভ করিবেন তাঁহারই জন্য মহাকুণ্ডল আবশ্যক হয়। স্বয়ং গুরু কর্ত্তৃক ইহা যোজিত হইয়া থাকে। ইহাতে নিজের কিছুই করিবার নাই। ১০৭-এর অন্তে ভেদ ও ভেদাভেদ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ অদ্বৈত স্বরূপে স্থিতি হয়। যোগী ভিন্ন এই মহাদ্বৈতাবস্থার মধ্যে চিদ্সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। ঐ সময়েই মহাকুণ্ডলের আবশ্যকতা হয়। মহাকুণ্ডল ব্যতিরেকে নির্গমের পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধক চিদাকাশে উড্ডীন সত্তা লইয়া বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ঐ মহাশূন্যের মধ্যে রাজ্যস্থাপন করিয়া উহার অধিষ্ঠাতা হওয়া ইহাই মহাযোগীর লক্ষ্য। ১০৮ না পাওয়া পর্য্যন্ত যোগীকে পরবশ থাকিতেই হয়। অর্থাৎ ১০৭ পর্য্যন্ত কাহারও না কাহারও অধীন থাকিতে হয় অনন্য গতি পথে লাভ হয় না।

মহাচিতা হইতে মহাকুণ্ডল রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার প্রথম সূচনা আপনি এখানে থাকিতেই সম্ভবতঃ পাইয়াছিলেন। প্রথম ৯ দিনের বিবরণ আপনার মনেও থাকিতে পারে। তাহার পর আপনাদের বাড়ীর দুর্ঘটনার সময় কোনও অনির্বচনীয় কারণবশতঃ সাময়িকভাবে উহার বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। পরে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে উহার আলোচনা পুনর্ব্বার আরম্ভ করা হইয়াছে। মহাচিতার

বিস্তৃত বিবরণ এখানে লিখিলাম না। তবে সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে ইহা জীবত্ব ধ্বংসের নির্দ্দেশক। এই মহাকুণ্ডল বিজ্ঞানে তন্ত্র-মন্ত্র ও যন্ত্র, এই তিনটির রহস্য আলোচিত হইতেছে। ইহাই সেই মহামন্ত্র যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরের পরম স্বাতন্ত্র্য স্ফুরিত হয়। বস্তুতঃ এই যন্ত্রের সম্যক রচনা, বিকাশ এবং উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত যোগী মহাসাক্ষী রূপে স্থিত হইতে পারে না। আমিত্বের বিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত 'তুমি' কখনও 'আমি' তে পরিণত হইতে পারে না। যে 'আমি', 'আমি' হইয়াও 'আমি' নহে কারণ উহা 'তুমি' ভাবের স্পর্শ রহিত — তাহাই প্রকৃত আমি। ইহার পরও অবস্থা আছে। তাহা 'তুই'। 'তিনি, তুমি, আমি, তুই' — কুণ্ডল বিকাশের পথে এইসবগুলিই চিনিতে হয়। মহাসাক্ষী ব্যতিরেকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তিনি বলেন চিৎ হইতে চিদে প্রবেশই মহাযোগের লক্ষণ। যোগী কারিকর। তাই তিনি ব্যাপক সত্তাতে অধিকার স্থাপন করিয়া তাহাতে মণ্ডল রচনা করিয়া, স্বয়ং তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়া আপনজনকে স্থাপনা করেন। ..... পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে ইহার আভাস আছে। কিন্তু টীকাকারগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। নিরাকার সত্তার কেন্দ্রস্থলে সাকারের প্রতিষ্ঠা বস্তুতঃ নিরাকার ও সাকারের অভিন্নতারই সূচক। সাকার ত্যাগ করিয়া নিরাকারে যাইতে হয়। কিন্তু মহাজ্ঞান লাভ হইলে সাকার পাইবার জন্য নিরাকার ত্যাগ করিতে হয় না। ইহাই আমার নিজের উপলব্ধি। মহাকুণ্ডল রহস্যে তাহারই — সমর্থন পাইতেছি। জ্ঞানের অবস্থায় এবং মহাজ্ঞানের অবস্থায় পার্থক্য আছে। মহাভাবের প্রাপ্তি ভিন্ন মহাজ্ঞান আসেনা এবং মহাজ্ঞান ব্যতিরেকে সংখ্যা বিশিষ্ট এবং অসংখ্য এই উভয়ের অতীত পরার্দ্ধকে পাওয়া যায় না। বলাবাহুল্য যোগীর সাম্রাজ্য এই পরার্দ্ধ বা অপারেই প্রতিষ্ঠিত। মহাশূন্যের উপরেই তিনি নিরালম্ব নগরী স্থাপন করেন। তাই তাঁহার রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য সাকার হইয়াও নিরাকার এবং নিরাকার হইয়াও সাকার।

আজ তাড়াতাড়ি এখানেই শেষ করিলাম। আগামী পত্রে অন্যান্য বিষয় লিখিব। পত্রপাঠ মাত্র উত্তর দিবেন — আপনার প্রশ্নের উত্তর পরে লিখিতেছি। আপাততঃ বাজারের জিনিষ চাইবেন না, ইহাই বক্তব্য। শোভা মা জন্মোৎসবের সময় আসিয়াছিলেন কি? অমূল্যের সংবাদ কি? মাখন ১৫/১৬ দিন পর্য্যন্ত অসুস্থ ছিল এখন ভাল হইয়াছে। ইতি-

আপনার স্নেহার্থী
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

পত্র নং (৮)

শ্রীশ্রীদুর্গা

2A, Sigra, Benaras
9-7-44

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রগুলি যথাসময়েই পাইয়াছিলাম। কিন্তু লিখি লিখি করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হইয়া উঠে নাই।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে নানা প্রকার তত্ত্ব প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে। সর্ব্ব প্রথম মহাকুণ্ডলের বিবরণ ও উহার বিশ্লেষণ আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর প্রকৃতি তত্ত্বের এবং রহস্যভেদের প্রণালীর আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দিব্য কুলকুণ্ডলিনীর বিশ্লেষণও আনুষাঙ্গিকভাবে কয়দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল — এখন উহা সমাপ্ত হইয়াছে। এই বিশ্লেষণ সৃষ্টি মুখে এবং সংহার মুখে অর্থাৎ অবরোহ ও আরোহ ক্রমে হওয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে সৃষ্টিরটায় কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। সংহারের ধারা অর্থাৎ উঠিবার পরের বিবরণ মোটামুটি দুইটিরই পৃথকরূপে বিবেচনা আবশ্যক। তদনুসারে এই দুইটি ধারারই স্বতন্ত্র আলোচনা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠা (অর্দ্ধফুলস্কেপ) লিখিত হইয়াছে। আলোচনা এখনও চলিতেছে - কবে সমাপ্ত হইবে ঠিক বলা যায় না।

উপর হইতে যে সকল বাণী dictate করাইয়া লেখান হয় তাহার ভাষা একটু অদ্ভুত রকমের। রচনার শৈলী এবং অভিনব পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য বশতঃ এই সকল লিপি সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। তবে ইহাতে বহু তত্ত্বের সমাবেশ আছে। পরিশ্রম করিয়া ঐ সকল তত্ত্ব বাহির করিতে পারিলে সিদ্ধান্ত জ্ঞানের পক্ষে অনেকটা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সকল বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগামী পত্রে আপনাকে দিতে চেষ্টা করিব। আমি অবশ্য বহুকষ্টে তত্ত্বোদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছি। ফলাফল পরে জানিতে পারিবেন। পত্রপাঠ মাত্র উত্তর দিবেন। অমূল্য কেমন আছে কি করিতেছে? শোভা মার বর্তমান সংবাদ কি? মাঝে কয়েকদিন হইল কলিকাতা গিয়াছে সম্ভবতঃ আপনার সঙ্গে দেখা করিয়াছে — সকলের কুশল লিখিলাম। ইতি—

স্নেহার্থী
গোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)